ফাসেক সিরিজ-৫

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: পবিত্র কোরআনের বর্ণনা অনুসারে কারা ফাসেক

১. যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা **ফাসেক।**

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ الْفَـٰسِقُونَ

আহলে ইঞ্জীলের উচিত-আল্লাহ তাতে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী হুকুম প্রদান করা, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অবতারিত (বিধান) অনুযায়ী হুকুম প্রদান করেনা, তাহলে তো এ রূপ লোকই পাপাচারী ফাসিক। (৫:৪৭)

২. (মুহাম্মদ (স:)) কে বলা হচ্ছে: আল্লাহর বিধান (কুরআন) দিয়ে তাদের মধ্যে ফয়সালা করো। তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ তাদের কোনো কোনো কাজের জন্য (পার্থিব জীবনে) তাদের শাস্তি দিতে চান। নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে অনেকেই নিশ্চিত **ফাসিক।**

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَـٰسِقُونَ

আর আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, তুমি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারে এই প্রেরিত কিতাব অনুযায়ী মীমাংসা করবে এবং তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করবেনা, এবং তাদের দিক থেকে সতর্ক থাকবে যেন তারা তোমাকে আল্লাহ প্রেরিত কোন নির্দেশ হতে বিভ্রান্ত করতে না পারে; অনন্তর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে দৃঢ় বিশ্বাস রেখ, আল্লাহর ইচ্ছা এটাই যে, তাদেরকে কোন কোন পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করবেন; আর বহু লোকতো নাফরমানই হয়ে থাকে। (৫:৪৯)

৩. হে আহলে কিতাব! আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি বলে এবং আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি আর পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছি বলে কি তোমরা আমাদের থেকে প্রতিশোধ নেবে? আসলে তোমাদের অধিকাংশ লোকই **ফাসেক।**

قُلْ يَـٰٓأَهْلَ الْكِتَـٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَـٰسِقُونَ

তুমি বলে দাও, হে আহলে কিতাব! তোমরা আমাদের মধ্যে কোন্ কাজটি দুষণীয় পাচ্ছ এটা ব্যতীত যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং ঐ কিতাবের প্রতি যা আমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছে এবং ঐ কিতাবের প্রতিও যা অতীতে প্রেরিত হয়েছে, অথচ তোমাদের অধিকাংশ লোক (উল্লিখিত কিতাবসমূহের) প্রতি ঈমান (এর গন্ডি) হতে বহির্ভূত। (৫:৫৯)

৪. তারা (আহলি কিতাব) আল্লাহর প্রতি, এই নবীর (মুহাম্মদ (স:)) প্রতি এবং তার প্রতি যা নাযিল হয়েছে সেটার (কুরআনের) প্রতি যদি ঈমান আনতো তাহলে ওদেরকে (কাফিরদেরকে) অলি (বন্ধু) হিসাবে গ্রহণ করতো না। কিন্তু তাদের অনেকেই **ফাসেক।**

وَلَوْ كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ

আর যদি তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতো এবং নাবীর প্রতি এবং ঐ কিতাবের (তাওরাতের) প্রতি যা তাঁর নাবীর নিকট প্রেরিত হয়েছিল, তাহলে তাদেরকে (মুশরিকদেরকে) কখনও বন্ধু রূপে গ্রহণ করতনা, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই ফাসিক। (৫:৮১)

৫. মৃত্যুর সময় কারো ওসিয়াত সংক্রান্ত সাক্ষিদের শপথ করানোর বিধান বর্ণিত হয়েছে সূরা ৫ মায়েদের ১০৬, ১০৭ ও ১০৮ আয়াতে। ১০৮ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর এবং (আল্লাহর বাণী) শুনো। আল্লাহ **ফাসিক** সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِالشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓا۟ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰنٌۢ بَعْدَ أَيْمَٰنِهِمْ وَاتَّقُوا۟ اللَّهَ وَاسْمَعُوا۟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَٰسِقِينَ

এটাই এ বিষয়ে অতীব সহজ পন্থা যে, তারা ঘটনা যথাযথভাবে প্রকাশ করে দিবে, অথবা এই ভয় করবে যে, তাদের শপথ গ্রহণ করার পর (পুনঃ) শপথ করানো হবে; আল্লাহকে ভয় কর এবং (বিধানসমূহ) শ্রবণ কর, আর আল্লাহ ফাসিকদেরকে পথ দেখাবেননা। (৫:১০৮)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহর বিধান মেনে না নিলে, সে অনুযায়ী ফয়সালা না করলে, আমল করার যে পদ্ধতি আল্লাহ কোরআনে নাজিল করেছেন এবং ব্যক্ত রাসূল হাদিসে বর্ণনা করেছেন সে মোতাবেক না করলে আমরা **ফাসেক** হয়ে যাব। ফাসেকের শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাত দু'জায়গায় হতে পারে। দুনিয়ায় না হলেও আখেরাতে অবশ্যই শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দান করুন।

আমীন

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here: http://www.morningbrightness.fi/

Click here: https://www.youtube.com/@morningbrightness603